# BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.


নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/২১৫৩/২০১৫/ ১১১ তারিখঃ এপ্রিল ০১, ২০১৮ ইং

আদেশ

Whereas, an enquiry on unusual price increase in shares of WATA Chemicals Limited in the Stock Exchanges was conducted by the Commission vide Commission's Order No.BSEC/SRI/Enquiry/2014/1436 dated June 04,2014. From the enquiry report it appears, among others, that:

It is pertinent from the observations and findings of the enquiry that Mr.Md.Nazrul Islam,Managing Director of WATA Chemicals Limited had business relationships with Mr.Abu Sadat Md.Sayem and they have mutually signed a MoU on 16.01.2011 and some conditions of the MoU are furnished below:

*Quote:*
In such a situation,Mr.SAYEM-Second Party and his two other associates become interested to engage themselves for smooth running of the company.

The first party shall sale it's 1,00,000(one lac)share of WATA Chemicals Limited to the Second Party.

The Board of Directors of the Company will be Comprised of 6 (six) Directors,3 (Three) from each party.

Detailed work plan will be implemented by Mr. Islam and Mr. Sayem of a committee may be formed in due course for efficient operation of the Company and to fulfill the condition of this MoU. ***Unquate***

As per section ২(অ) **of** সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫,Mr.Md.Nazrul Islam, Managing Director of WATA Chemicals Limited is an সুবিধাভোগী/insider of WATA Chemicals Limited

Mr.Md.Nazrul Islam,Managing Director of WATA Chemicals Limited provided company related information/price sensitive information to Mr.Abu Sadat Md.Sayem for business purpose and also for the completion business dealings between Mr.Md.Nazrul Islam and Mr.Sayem.Mr.Md.Nazrul Islam, Managing Director of WATA Chemicals Limited has also given advice to Mr.Abu Sadat Md.Sayem and also helped Mr.Sayem regarding purchase of 480,000 shares of WATACHEM.

Mr.Md.Nazrul Islam, Managing Director of WATA Chemicals Limited has violated section ৩(১) **and** ৪(১)**of** সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫

Mr.Md.Nazrul Islam, Managing Director of WATA Chemicals Limited has violated section 18 of Securities and Exchange Ordinance,1969.

## Written explanation/comments of the person appeared at the hearing:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর অধ্যাদেশ, বিধি বিধান ও প্রনীত অন্যান্য নির্দেশনা পরিপালনে আমি জ্ঞাতস্বাওে ও শ্রদ্ধা রেখে আমার লিখিত বক্তব্য প্রদানের প্রাক্কালে সবিনয়ে জানাতে চাই আমি অভিযোগের বিষয়ে জ্ঞানত কোন বিধি-বিধান লংঘন করিনি, লংঘনের উদ্যোগ গ্রহণ করিনি বা নিজে কোন সুবিধা গ্রহণ করিনি এবং কাউকে কোনরূপ সহায়তা করিনি। আমি সর্বোপরি সততার সাথে বলতে চাই কোনরূপ সুবিধা গ্রহণ করিনি বিধায় তা কোন ভাবেই প্রমাণিত হবে না।

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

উপরন্তু আমার সকল কার্যক্রম ওয়াটা কেমিক্যালস্ লি: এর শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ রক্ষা করার স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছে। আমি হলফ করে প্রকৃত সত্য ও ঘটনাক্রম কমিশনের সু-বিবেচনার জন্য নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

মি: আবু সাদাত মো: সায়েম (পরবর্তিতে মি: সায়েম উল্লেখিত) এর সাথে আমার পরিচায়ের প্রেক্ষাপট ও কারণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

কোম্পানীর পরিচালক বৃন্দের অন্তকোলহের কারণে ২০০৪ সালে একজন পরিচালক আদালতের স্মরণাপন্ন হলে আদালতের বিতর্কিত আদেশের কারণে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বিচারিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সুত্রীতার কারণে ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় বিচারাধীন বিবেচিত হওয়ায় কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। ২০০৭ সালের ২রা অক্টোবর সর্বোচ্চ আদালত মহামাণ্য সুপ্রীপ কোর্টের রায় অনুযায়ী সকল বিরোধ নিষ্পত্তি হয় ও পুনরায় নতুন উদ্যমে কারখানা পরিচালনার কার্যক্রম শুরুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পূর্বাপর সকল ঘটনাক্রমে ওয়াটা কেমিক্যালস্ লি: এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলেই অবহিত এবং রেগুলেটরী অথরিটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বিষয়াবলী অবহিত করা হয়েছে।

কিন্তু ২০০৪ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ বছর কোম্পানীর মূল চালিকা শক্তি উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় বিচারাধীন বিবেচিত হওয়ায় নিম্ন লিখিত সমস্যার সৃষ্টি হয় :

ক) সকল ঋণদাতা ব্যাংক অত্র কোম্পানীকে ২০০৪ সালের পূর্বের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত ঋণ খেলাপী ঋন হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবিএ রিপোর্টে শ্রেণীকৃত হয়। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, তৎসময়ে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বর্তমানে বিডিবিএল), ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লি:, প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, আইডিএলসি, আইএসএফএলএস এর ঋণদায় খেলাপি ছিল। তৎসময়ে কোম্পানীর স্বার্থে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০ কোটি টাকা সুদ মওকুফ করা হয়। এরপরও কোম্পানীর শ্রেণীকৃত খেলাপী ঋণ ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

খ) নিম্নলিখিত লাইসেন্স/রেগুলেটরী অথরিটির অনুমোদন সমূহ নবায়ন কার্যক্রম বন্ধ থাকে :

| | |
|---|---|
| ০১. | বাংলাদেশ জাতীয় কর্তৃপক্ষ (কেমিক্যাল উইপন কন্টোল) আমর্ড ফোর্সের ডিভিশন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হইতে অনাপত্তিপত্র। |
| ০২. | পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র। |
| ০৩. | কারখানা পরিদপ্তরের লাইসেন্স। |
| ০৪. | ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের ফায়ার লাইসেন্স। |
| ০৫. | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এর এসিড উৎপাদন লাইসেন্স। |
| ০৬. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সালফার মজুদ লাইসেন্স। |
| ০৭. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সালফার আমদানী লাইসেন্স। |
| ০৮. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর এসিড ব্যবহার লাইসেন্স। |
| ০৯. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর এসিড পরিবহন লাইসেন্স। |
| ১০. | জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এর সালফার পরিবহন লাইসেন্স। |
| ১১. | বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে সালফার আমদানীতে প্রাক ও চুড়ান্ত অনাপত্তি। |

Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 e-mail : Web : www.sec.gov.bd

| | |
|---|---|
| ১২. | নৌ সমরাস্ত্র সংস্থা হতে পণ্য খালাস অনুমতি। |
| ১৩. | আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে আই.আর.সি। |
| ১৪. | আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে হালনাগাদ কর নির্ধারনী আদেশ ও সনদ গ্রহণ। |
| ১৫. | কাস্পমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ইত্যাদি। |

গ) ২০০৩ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করন।

ঘ) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ হতে ৭ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি গ্রহণ।

ঙ) সালফিউরিক এসিড প্লান্ট অতি ক্ষয়িষ্ণু হাওয়ায় উৎপাদনের জন্য সুষম করনে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত, সংযোজন করণ।

চ) কারীগরী জ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারী ও শ্রমিক পুনরায় নিয়োজিত করণ।

ছ) সকল রেগুলেটরী অথরিটির নিকট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী জটিলতা নিস্পত্তির বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

জ) চলতি মূলধন সংগ্রহে সমস্যা সমাধান করণ।

ঞ) ২০০৪ হতে ২০০৮ এর মধ্যে চালু হওয়া সমজাতীয় উৎপাদন সহিত প্রতিযোগীতা দিয়ে বাজারজাত ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন।

ইত্যাদি উল্লেখিত সকল কার্যক্রম নিয়মিত নবায়ন ও হালনাগাদ না থাকলে অত্র কোম্পানীর কার্যক্রম পরিচালনা করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। আর প্রতিটি কার্যক্রমের সাথেই আর্থিক বিষয় জড়িত থাকায় একই সাথে সকল কাগজপত্র হাল নাগাদ করনে ও কারখানা উৎপাদন চালুকরণে ব্যবস্থাপনার পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যেগে সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া কোম্পানীর ম্যাটার-এর সাথে বিরোধী পরিচালকগণের ব্যক্তিগত আক্রোশ আমাকে নানাভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলেছিল। কিন্তু আমার প্রাণ প্রিয় পুত্র বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম সারিতে থাকলেও এই শিল্পটির সম্ভাবনাময় বিশাকের জন্য কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি করিয়েছিলাম। ফলে কোম্পানীর প্রতি যে দরদ সৃষ্টি হয়েছে মেটিই আমাকে শিল্পকারখানাটি চালুকরণে উদ্ভুত করেছে।

নিজ উদ্যেগে ও অর্থায়নে অধিকাংশ সমস্যাগুলি সমাধান করলেও ব্যাংকের খেলাপি ঋণ পুনঃতফশীলীকরণ ও চলতি মূলধন সংগ্রহ করে কাঁচামাল সংগ্রহ কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না।

এরকম অবস্থায় আমি আমার নিজ মালিকানাধীন শেয়ার বিক্রয় করতে চেয়েছিলাম কিন্তু OTC মার্কেটে থাকায় তৎসময়ে তা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে আমার নিজ মালিকানাধীন সম্পত্তি (ভূমি) বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীকে সুদ বিহীন ঋণ প্রদান করে কারখানার উৎপাদান কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই লক্ষ্যে আমার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আমার বন্ধু/বান্ধব/পরিচিতজনকে অবহিত করি। এই সূত্রে ধরেই জমি ক্রয়ের জন্য আমার এক পরিচিত জনের মাধ্যেমে মি: সায়েম এর সাথে নভেম্বর' ২০১০ সালে আমার সাথে প্রথম স্বাক্ষাৎ হয়। সর্বোচ্চ সততার সাথে উল্লেখ করতে চাই ২০১০ সালেল নভেম্বর এর পূর্বে আবু সাদাত মো: সায়েক কে আমি কখনও দেখিনি, চিনতাম না এবং তাহার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

মি: সায়েমের সাথে জমি বিক্রয়ের কথা চলাকালীন জমি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে জানানো হয়। তিনি এক পর্যায়ে জমি ক্রয় করতে আগ্রহ না দেখিয়ে আমার শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ দেখায়। আমি শুদ্ধ মনে শুধুমাত্র কারখানা চালু করণের নিমিত্তে রাজি হয়ে যাই। কিন্তু সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আইন অনুযায়ী ঐ সময় শেয়ার হস্তান্তর করার কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যায় নাই। এদিকে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালুকরণে টাকা প্রাপ্তি দেরী হবে মর্মে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। জমি ক্রয়ের জন্য অন্য কোন ক্রেতা না

পাওয়ায় তৎসময়ে মি: সায়েম এর নিকট আমার জমি বন্ধক রাখার কথা হয়। পরবর্তীতে কারখানা দ্রুত চালু করণের নিমিত্তে আমি আমার মালিকানাধীন ২০(বিশ) বিঘা জমি মি: সায়েমের কাছে ফেরৎ শর্তে সাফ-কবলা রেজিষ্ট্রি করে দিতে সম্মত হই। এই সকল বিষয়ে লিখিত করে ব্যক্তি পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক বা MOU স্বাক্ষরিত হয়।

মি: সায়েম পর্যায়ক্রমে টাকা দিতে থাকে আর আমি কোম্পানীর ব্যাংক ঋণ পরিশোধ/পুন:তফশিলীকরণ করে ও ১০০% ক্যাশ মার্জিনে কাঁচামাল সালফাল আমদানীর ঋণপত্র খুলি (প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যাংকের পরিশোধ সার্টিফিকেট ও ঋণপত্র খোলার কাগজপত্র সংযুক্ত করা হইল)।

২০১১ইং সালে মার্চ/এপ্রিল মাসে জনাব ইব্রাহীম খালেদ কর্তৃক শেয়ার বাজার কারসাজী সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পায় তখন আমি জানতে পারলাম মি: সায়েম শেয়ার কারসাজীতে জড়িত হিসেবে রিপোর্টে নাম এসেছে। বিষয়টি সকল পত্রিকা ও মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। আমি শংকিত হয়ে পড়ি। কারণ যে, সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কল্পে আমার এতো প্রচেষ্টা, যে কারণে আমার সন্তানকে মেধা তালিকায় প্রথম সারিতে থাকা সত্ত্বেও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছি, যে প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর জন্য সহায় সম্পদ একজনকে সাফ-কবলা রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি, যে প্রতিষ্ঠানকে দাঁড়করানোর জন্য কত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে ধরনা দিয়ে যাচ্ছি, সেই প্রতিষ্ঠানে একজন শেয়ার মার্কেট কারসাজিকারক'কে কিভাবে সম্পৃক্ত করি। সায়েম সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকায় ডঃ ইব্রাহীম খালিদ এর রিপোর্টের পর আমি চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ি।

আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, যে টাকা আমি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে মি: সায়েমের কাছ থেকে নিয়েছি তা ফেরৎ দিব কিন্তু কোম্পানীর পরিচালনায় তাকে সম্পৃক্ত করবো না। এই সময়ে থেকেই তার সাথে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তাকে টাকা ফেরৎ দিব মর্মে অবহিত করলে এবং ফেরৎ দেয়া সময় স্বাপেক্ষ হবে জানালে মি: সায়েম দ্রুত টাকা পরিশোধের চাপ দিতে থাকে এবং নানাভাবে প্রভব বিস্তার করে আমাকে হেনস্থা করতে থাকে।

তিনি রূপগঞ্জ থানার মূড়াপাড়া এলাকায় (যেখানে কারখানা অবস্থিত) সেখানকার কিছু সমাজ বিরোধী লোকদের টাকা দিয়ে কারখানার কার্যক্রম বাঁধা প্রদান করতে থাকে। পরবর্তীতে মি: সায়েম প্রভাব খাটিয়ে তিনি রূপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তাদের বিভ্রান্ত করে ও প্রভাব খাঁটিয়ে জোড় করে একটি আপোষ নামায় স্বাক্ষর করিয়ে নেয় (আপোষ নামার কপি সংযুক্ত)।

ইতোমধ্যে মি: সায়েমকে পর্যায়ক্রমে ঢাকা ফেরৎ প্রদান করি। কিন্তু মি: সায়েম কর্তৃক প্রাপ্ত টাকা কোম্পানী ঋণ পরিশোধ, কাঁচামাল সংগ্রহসহ চলতি মূলধন খাতে ব্যয় হওয়ায় তৎসময়ে পণ্য বিক্রয় লব্ধ টাকা আমার ঋণ ফেরতের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ ফেরৎ দিলে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত। তাই নানামুখী চাপ সহ্য করে হলেও কোম্পানীর স্বার্থে উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে নিয়মিত থাকে সেই জন্য সময় নিয়ে তা পরিশোধের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখি। উল্লেখ্য প্রশাসন ছাড়াও একজন মন্ত্রীও উদ্ভুত লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করেন।

একপর্যায়ে মি: সায়েম পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার্ড কার্যালয় ১৭/বি, মনিপুরিপাড়া, সংসদ এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫ এর চতুর্থ তলার অফিস থেকে সিভিল ড্রেসে মিতিঝিল থানার পুলিশ কর্মকর্তা জোড়পূর্বক আমাকে তুলে নিয়ে যায়। মতিঝিল থানায় আমাকে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে স্ট্যাম্পে সই স্বাক্ষর নেয়ার চেষ্টা করে। আমার অফিসের লোকজন উপায়ন্ত না পেয়ে আমার আইনজীবী জনাব আব্দুল মতিন খসরু-এম.পি. এর নিকট ঘটনা জানালে তিনি আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার প্রাক্কালে থানা কর্তৃপক্ষ আমাকে ছেড়ে দেয়।

এখানেই মি: সায়েম ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা দিয়ে মোবাইলে ফোন করে নানাভাবে হুমকি ও চাপ দিতে থাকে। তারা আমাকে জাল টাকা প্রস্তুতকারী, মাদকদ্রব্য পাচারকারী, অবৈধ অস্ত্র কারবারী মামলা দিয়ে আজীবন জেলে দিয়ে দিব মর্মে হুমকি দিতে থাকে।

BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

সর্বশেষ তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলা দিয়ে গোপনে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার বাসা রোড নং-৭, বাড়ী নং-১১, ধানমন্ডি হতে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে জেল হাজতে আটকে ফেলে। ৪দিন হাজতে থাকার পর আমার আইনজীবী জনাব আব্দুল মতি খসরু-এম.পি. সাহেব আমাকে জামিনে মুক্ত করে। মি: সায়েম আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হেনস্তা করতে থাকে ।

এভাবে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাচারী ও অন্যান্যভাবে হয়রানী করে আমার জীবন অতিষ্ট করে তোলে। আমি সারা জীবনে কখনও জেল হাজতে থাকার মতো কোন কাজ করিনি। কিন্তু মি: সায়েম আমাকে হাজতে পর্যন্ত নিয়েছে।

আমার দুই ছেল, স্ত্রী ও আমার ভাইসহ অন্যান্য সকল আত্মীয় চরম পারিবারিক অশান্তি দুর করতে মি: সায়েমের টাকা পরিশোধের জন্য একই সাথে আমার অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করার চেষ্টা করি। কিন্তু বিক্রয় প্রক্রিয়া সময় স্বাপেক্ষ হয়।

আমি স্ত্রী, পুত্রের চাপ ও চারম পারিবারিক অশান্তি দূর করতে বাধ্য হয়ে স্পন্সর শেয়ার বিক্রয়ের বিধি বিদান পরিপালন করেই ১০,৮৫,০০০/- টাকা ট্যাক্স জামা দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে OTC মার্কেটে ২০১৩ সালের আক্টোবর মাসে মি: সায়েমের কাছে শেয়ার হস্তান্তর করি।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর OTC মার্কেটের আইন অনুযায়ী উক্তরূপ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে শেয়ার হস্তান্তরের সুযোগ না থাকায় মার্কেটে ঘোষণা দিয়ে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে তার অবশিষ্ট পাওনা টাকা সমন্বয় করি। নিতান্তই বাধ্য হয়ে পারিবারিক তথা-স্ত্রী, পুত্রের চাপে পারিবারের সদস্যদের সুস্থ রাখতে ও পারিবারিক শান্তি রক্ষার্থে শেয়ার হস্তান্তর করতে বাধ্য হই।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন নিজে লাভবান হওয়া বা সুবিধা নেয়ার জন্য বা অন্য'কে সহায়তা করার জন্য আমি শেয়ার হস্তান্তর করি নাই। আরও উল্লেখ্য কোনভাবে কোন তদন্ত প্রমাণ করতে পারবে না যে, আমি শেয়ার অতিমুল্যায়িত করে কোন রূপ সুবিধা গ্রহণ করেছি। এর চরম সত্য আমি জানি এবং আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা-আলা জানেন।

দোষ না করেও দোষী হওয়ার মতো অবস্থা থেকে আমি বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, যেমন-
মি: সায়েম শেয়ার গ্রহণ করেছেন ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে। তার শেয়ার গ্রহণের পূর্বেই বিভিন্ন প্রান্তিকের আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। ফলে সকলেই কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। মি: সায়েশ শেয়ার বিক্রয় করেছে জুন' ২০১৪ সালে অর্থাৎ প্রায় ৮-৯ মাস পর। মি: সায়েম আমার সাথে যে আচরণ করেছে তাতে তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখার প্রশ্নই উঠে না। সে ক্ষেত্রে আমি কোন ভাবেই শেয়ার মূল্য বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত নই।

আমি আমার জীবনদশায় কোনরূপ শেয়ার ব্যবসা করিনাই বা এখনও করিনা আমার পুত্র সন্তান বা আমার স্ত্রীও করে না। উপরোক্ত আত্মীয় স্বাজনদের মধ্যেও শেয়ার বাজার সম্পৃক্ত কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত।

ফলে এধরণের কর্মকান্ডে আমার কোনরূপ সম্পৃক্ততার প্রশ্নই উঠেনা এবং কোন ভাবেই প্রমাণিত হবার অবকাশ নাই। কারণ আমি যা করিনি তা যে কোন ব্যক্তি বা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কোন ভাবেই প্রমাণ করতে পারবে না।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ যতদিন আমাকে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সিদ্ধান্ত দিয়ে যাবেন ততদিন পর্যন্ত কারখানার ব্যপ্তি, পরিধি, নতুন লাভজনক ইউনিট স্থাপন করার বিষয়ে আমি সদা প্রস্তুত থাকবো। একেবারে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানটি যা থেকে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা কিছুই পাওয়ার ছিলনা ঠিক সেখান থেকে শুরু করে আমি ও আমার সহযোগী-সহকর্মী শ্রমিক-কর্মচারীরা যার পর নাই- পরিশ্রম করে আজ কোম্পানীকে একটি ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছি ফলে-

Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 e-mail : Web :

-সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ নিয়মিত লভ্যাংশ পাচ্ছেন।
-কর্ম-সংস্থান হচ্ছে।
-সরকারের রাজস্ব আদায় হচ্ছে।
-প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।
-বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে।
-সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ সকলে অবহিত আছেন এবং প্রতি বছর কারখানায় এজিএম অনুষ্ঠান করায় উন্নয়নে ধারাবাহিকতা তারা স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন।

উল্লিখিত সত্য ঘটনা ক্রমের আলোকে ও নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি সু-বিবেচনা করে ন্যায় নির্ণয় ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমার উপর আরোপিত অভিযোগ থেকে আমাকে অবহ্যতি প্রদানের জন্য বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি :

০১. মি: সায়েমের সাথে আমার কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল না। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে তার সাথে পরিচয়ের সূত্র ও তৎপরবর্তী তার সাথে যে বিরুপ সম্পর্ক ছিল তা বিবেচনা করা অনুরোধ জানাচ্ছি।

০২. মি: সায়েম এর সাথে ২০১১ সাল হাইতে যে বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তাতে তাকে কোনরূপ কোম্পানীল তথ্য ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রদানের প্রশ্নই উঠে না।

০৩. শেয়ার অতিমূল্যায়িত করে মি: সায়েম ও সহযোগীরা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করে লাভবান হয়েছে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নাই তা হলফ করে সর্বোচ্চ সততার সাথে আমি বলতে পারি। কারন এই ঘটনার সাথে জড়িত নই এবং কারসাজীর ঘটনায় একটি পয়সা আমার নিকট কোন ভাবে এসেছে তার প্রমাণ কেউ কখনও কোন ভাবে করতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তা জানেন।

০৪. মি: সায়েমকে ইচ্ছাকৃত শেয়ার দেয়ার প্রশ্নই উঠে না কারন:

মি: সায়েম সম্পর্কে না জেনে ব্যক্তি পর্যায়ে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ২০১১ সালে জনাব ইব্রাহিম খালেদ এর তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর আমি MOU থেকে সরে আসি।

মি: সায়েমকে টাকা ফেরৎ দিব, জমি ফেরৎ নিব, তাকে কোম্পানীতে সম্পৃক্ত করবোনা এই সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছি। সায়েম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর আমি কোন ভাবেই তাকে কোম্পানীতে সম্পৃক্ত করতে চাইনি। যদি শেয়ার কারসাজী করে টাকা উপার্জনের লোভ থাকতো তা তার সাথে আমার সম্পর্ক ভালোই থাকতো।

প্রসংগত উল্লেখ করতে চাই মি: সায়েমের জন্য আমি পারিবারিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি। ব্যক্তি জীবনে যা কল্পনাও করিনি তার মামলার কারনে আমাকে জেল-হাজতে যেতে হয়েছে। তার কারণে পুলিশ প্রশাসন নানাভাবে আমাকে হয়রানী করেছে। তার কারণে কারখানা এলাকায় আমাকে হেনস্থা হতে হয়েছে। তার কারণে আমার পারিবারে অশান্তি নেমে এসেছে। তার কারণে কোনরূপ সুবিধা গ্রহণ করেও এখন পর্যন্ত অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে।

০৫. তদন্তে যে বিষয়গুলিতে আমাকে অভিযোগ করা হয়েছে- তার বিপরীতে ন্যায় নির্নয় ও ন্যায় বিচারের জন্য সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সময় পর্যন্ত বিচারক সঠিক ও সত্য তথ্য গ্রহণ করেন। আমিও সেই জন্য আমার অভিযোগের বিপরীতে সত্য ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করছি।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ নিম্নরুপ:

| | |
|---|---|
| ক) | মি: নজরুল ইসলাম কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য/মূল সংবোদনশীল তথ্য মি: সায়েম কে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রদান করেছেন এবং কদানুযায়ী ব্যবসায়িক ডিলিংস সম্পন্ন করেছেন। |
| খ) | মি: সায়েম কে শেয়ার ক্রয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং ৪৮২০০০টি শেয়ার ক্রয়ে সাহায্য করেছেন। |
| গ) | মি: নজরুল ইসলাম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা ১৯৯৫ ভঙ্গ করেছেন। |
| ঘ) | তদন্তকালে অসত্য/মিথ্যা বিবরণ প্রদান করেছেন। |

উপরোক্ত অভিযোগের বিপরীতে আমার সত্য নির্ভর বক্তব্য নিম্নে প্রদান করিলাম:

মি: সায়েম সহিত কোনরূপ ব্যবসায়িক সম্পর্ক কখনও ছিল না এখনও নেই। সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অতিক্ষয়িষ্ণু একটি শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার মহৎ এক উদ্যেশ্য তৎসময়ের বাস্তব পরিস্থিতিতে কোম্পানীতে অর্থায়ানের লক্ষ্যে অনেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে চেষ্টা করা কালীন তাকে কোম্পানীতে সম্পৃক্ত করার চিন্তা করেছিলাম ঠিকই কিন্তু তার সম্পর্কে জনাব ইব্রাহীম খালেদ এর রিপোর্ট প্রকাশের পর আদি দৃঢ়ভাবে আমার চিন্তা থেকে সরে দাড়াই। যার জন্য এন্টিস্যোসাল লোকদের হয়রানী, থানা পুলিশ, কোর্ট-কাচারী ও জেল হাজতে বাস করতে হয়েছে। ২০১১ইং সালের এপ্রিল মাস হতেই তার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ। কাজেই তাকে কোম্পানীর তথ্য প্রদান/মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রদান বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোনটিই সঠিক নয়।

তার টাক ফেরৎ প্রদানের জন্য হুমকি, পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক নাজেহাল হওয়া মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে যাওয়া ও সর্বপরী পারিবারিক চাপ ও আমার স্ত্রী পুত্রদের চাপ, তাদের সুস্থ্য রাখার জন্যই সকলের চাপেই আমার শেয়ার দিয়ে পাওনা টাকা সমন্বয় করতে বাধ্য হয়েছি।

যেহেতু বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জ এর নিয়মানুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে শেয়ার হস্তান্তর হয়েছে। তাই তৎসময়ে তদন্তকালীন আমার আইনজীবী ও পরামর্শ দাতাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমি আমার লিখিত বক্তব্যে লেনদেন নিষ্পত্তির বিষয়টি উপস্থাপন করেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি শেয়ার গ্রহণে তাকে প্রলব্ধ করেছি বা সাহায্য করেছি। ন্যায় নির্নয়ের কঠিন দায়িত্বে থেকে কমিশন তা বিবেচনা করবে এবং আমি ন্যায় বিচার পাব।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি শেয়ার হস্তান্তর করেছি অক্টোবর ২০১৩ এ, মি: সায়েম শেয়ার বিক্রয় করেছে তার অনেক পরে অর্থাৎ ২০১৪ এ।
আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই চরম সত্য এই যে, আমি উক্ত শেয়ার অতি মূল্যায়নের সাথে কোনরূপ জড়িত নই এবং কোনভাবেই এটা প্রমান সম্ভব নয় যে অতিমূল্যায়িত শেয়ারের বিক্রয়ে লব্ধ একটি পয়সা আমি কোন ভাবে গ্রহণ করেছি। আমি পুনরায় বলছি, যদি কোন সুবিধাই না নিয়ে থাকি তাবে কেন আমি এই অপরাধের দোষী হবো তা সুবিবেচনা করার জন্য কমিশনের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আমি সততার সাথে বলতে চাই। আমি বা আমার পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় স্বজন একনকি আমার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কমচারী কেহ শেয়ার ব্যবসায় জড়িত নই। আমার বা পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন, কর্মচারী, কর্মকর্তা কারো বিও একাউন্ট পর্যালোচনা করলে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে যে, এরা কেউই শেয়ার ব্যবসায় সম্পৃক্ত নাই।

মি: সায়েমকে শেয়ার না দেয়ার দৃঢ় অবস্থান প্রমাণে জানাতে চাই যে, মি: সায়েম বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করে। বিএসইসি বিষয়টি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সিইও ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে শুনানী গ্রহণ করে এবং

অভিযোগকারীর পক্ষে শেয়ার হস্তান্তরে তাদের অবস্থান জানন। তথাপি মিঃ সায়েমকে শেয়ার হস্তান্তর করি নাই (এসংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি সংযুক্ত)।

উদ্যোক্তা ও শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত ওয়াটা কেমিক্যালস্ লিঃ পরিচালকবৃন্দের Social Conflict এর কারনে ধ্বংশের দোড়গোড়ায় পৌছেছিল। কোম্পানী ঋণ খেলাপী থাকায় ও সকল লাইসেন্স, অনুমোদন হালনাগাদ না থাকায় চলতি মূলধন সংকট ও অতিক্ষয়িষ্ণু শিল্প হওয়ায় কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামত, বাজার ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন ইত্যাদি কারণে অর্থায়নের কোন উপায় না থাকার সম্পূর্ণ ব্যাক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটি দাড়ানোর প্রচেষ্টায় ও বাস্তবাতায় তৎসময়ে ২০১০ সালে নভেম্বও মাসে মিঃ সায়েমের সাথে আমার পরিচয় হয়। তৎপরবর্তী ঘটনা প্রবাহ উপরে বর্ণনা করেছি।

যে চরম বাস্তবতায় ধ্বংশ প্রায় কারখানাটি আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর আরও বিস্তৃতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে প্রেরণা দেয়। যদি তৎসময়ে কারখানাটি চালু করা না যেতো তাহলে Highly Corrosive এই কারখানাটি ধ্বংশ/নিঃশেষ হয়ে যেত। এ ধরণের রাষ্ট্রীয় জন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থনীতিতে অবদান দিয়ে আসছে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ রক্ষিত হচ্ছে তাতে মিঃ সায়েম কর্তৃক জেলহাজতসহ যে মানষিক কষ্ট পেয়েছি তা কোম্পানী ক্রমউন্নয়নে সহ্য করেছি।

যদি এমন হতো কোম্পানীর উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তৎসময়ে মিঃ সায়েম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির সাথে লেনদেন হলে এরূপ অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হতো না। পরবর্তীতে একই ধারাবাহিকতায় লভ্যাংশ প্রদান করলেও এরূপ ঘটনা হয় নাই।

এমতাবস্থায়, আমার সৎ, সত্য ও হলফকৃত অদ্যকার লিখিত বক্তব্য ও তথ্যের আলোকে পরিস্থিতি, পরিপ্রেক্ষিতে, উদ্দেশ্য এবং কোনরূপ সুবিধা গ্রহণ না করার বিষয় সুবিবেচনা করে ন্যায় নির্নয় ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমাকে SEC/Enforcement/2153/2014/249 তারিখ-আগস্ট ১৩, ২০১৫ এ উল্লেখিত দায় থেকে অব্যহতি প্রদানের জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

Mr.Md. Nazrul Islam,Managing Director, WATA Chemicals Limited এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিচেনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি।

যেহেতু, Md. Nazrul Islam এর লিখিত বক্তব্য কমিশনের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি, যা সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতা বিধায় section 22 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা ক্ষমার অযোগ্য;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, ততা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে উক্ত ব্রোকার/ডিলার কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

# BANGLADESH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Securities Commission Bhaban, E-6/C Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area, Dhaka-1207, Bangladesh.

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 22 [যা The Securities and Exchange (Amendment) Act, 2000 দ্বারা সংশোধিত] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Md. Nazrul Islam এর উপর ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

মোঃ আমজাদ হোসেন
কমিশনার

বিতরনঃ

Mr.Md.Nazrul Islam
Managing Director,WATA Chemicals Limited
17/B (3rd floor), Monipuripara
Sangshad Avenue
Dhaka-1215